প্রথম আলো

তারিখ ... 14 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে অর্থ লেনদেন না করার পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে কোনো রকম টাকা-পয়সা লেনদেন না করার অনুরোধ জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। কেউ যদি টাকা-পয়সা দাবি করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অধিদপ্তরে অভিযোগ করার জন্যও বলা হয়েছে।

গতকাল বুধবার অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, দুর্নীতিবাজ ও স্বার্থান্বেষী একটি মহল চাকরি দেওয়ার নাম করে নিরীহ চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। কিন্তু এই নিয়োগ কার্যক্রম স্বচ্ছভাবেই হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ কিংবা কোনো রকম প্রভাব বিস্তারের সুযোগ নেই।

অধিদপ্তর জানিয়েছে, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য কেউ টাকা-পয়সা দাবি করলে ৮০১৪৪৯৯ নম্বর ফ্যাক্স বা ৮০৫৭৮৭৭ নম্বর টেলিফোনের মাধ্যমে অভিযোগ জানানো যাবে।

এ ছাড়া সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ৭১৬৮৮৭১ নম্বর ফ্যাক্স বা ৭১৬২৪৮৪ নম্বর টেলিফোনে বিষয়টি অবহিত করার সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া এ বিষয়ে নিকটস্থ থানায় ডায়েরি করারও পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর এবং সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা এ বছরের ৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়।

৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা ওএমআর শিটে নেওয়া হয়েছে এবং ওই পরীক্ষার উত্তরপত্র অপটিক্যাল মার্ক রিডার (ওএমআর) পদ্ধতিতে কম্পিউটারে পরীক্ষা করে ফলাফল প্রকাশিত হবে। এরপর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ করে মেধাতালিকা প্রণয়ন করা হবে।

জানা যায়, স্থানীয় পর্যায়ে একশ্রেণীর দালাল ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মী প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে আর্থিক সুবিধা আদায় করছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা জানান, কোনো প্রার্থী মেধার জোরে টিকলে দালালচক্র টাকা দাবি করবে। এভাবে ১০ জনের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার পর মেধার জোরে তিনজন টিকলে সে তাদের কাছ থেকে টাকা নেবে। অন্যদের টাকা ফেরত দেবে বা আত্মসাৎ করবে।